ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

Digital Media Act No. : DM /34/2021 ● Prgi Application Process No. : T/WB/2024/0617/6991/1130 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/

● বর্ষ ঃ ৫ ● সংখ্যা ঃ ০৭১ ● কলকাতা ● ২৯ ফাল্গুন, ১৪৩১ ● শুক্রবার ● ১৪ মার্চ ২০২৫ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

দলবদল করে তাপসী নারী উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারপার্সন দায়িত্ব পেলেন

বেবি চক্রবর্তী: কলকাতা

সম্প্রতি ৯৫ জন ভারতীয় মৎস্যজীবীকে গ্রেফতার করেছে বাংলাদেশের উপকূলরক্ষী বাহিনী। এর মধ্যে অধিকাংশ মৎস্যজীবীকে গ্রেফতার করা হয়েছিল মাস

এরপর ৬ পাতায়

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো হচ্ছে যে আগামী **14ই মার্চ জানুয়ারী, 2025 "দোল"** উপলক্ষ্যে আমাদের সকল বিভাগ বন্ধ থাকবে, তাই 15ই মার্চ, 2025 আমাদের পত্রিকার কোনো প্রকাশন হবে না। আগামী **16ই মার্চ, 2025** তারিখে আমাদের পত্রিকা পুনরায় প্রকাশিত হবে।

সম্পাদক

নবদ্বীপে দোলে মাছ-মাংস খাবেন না! 'আবেদন' তৃণমূল পুরপ্রধানের

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

আমিষ-নিরামিষ বিতর্কে বরাবর এই কথাই বলে এসেছেন তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এ বার তাঁর দলেরই এক পুরপ্রধান দোলপূর্ণিমায় মাছ-মাংস না খাওয়ার 'অনুরোধ' করে বসলেন! এ-ও বললেন, "আমরা তো আর আইন প্রণয়ন করতে পারি না। তাই এই আবেদনকেই আইন বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে।"সেই দলের পুরপ্রধান দোলে আমিষ বর্জনের কথা বলায় স্বাভাবিক ভাবেই অস্বস্তিতে পড়ার কথা জেলা তৃণমূল নেতৃত্বের। যদিও দলের রানাঘাট সাংগঠনিক জেলা সভাপতি দেবাশিস গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, "স্থানীয় মানুষের আবেগ ঐতিহ্যের কথা মাথায় রেখে চেয়ারম্যান আবেদন করেছেন। সেটা কেউ মানতেও পারেন, না-ও পারেন। এখানে কিছু চাপিয়ে দেওয়া হয়নি।"দেশে সমস্ত আমিষ পদই নিষিদ্ধ করা উচিত বলে মন্তব্য করে সম্প্রতি বিতর্কে জড়িয়েছিলেন আসানসোলের

এরপর ৩ পাতায়

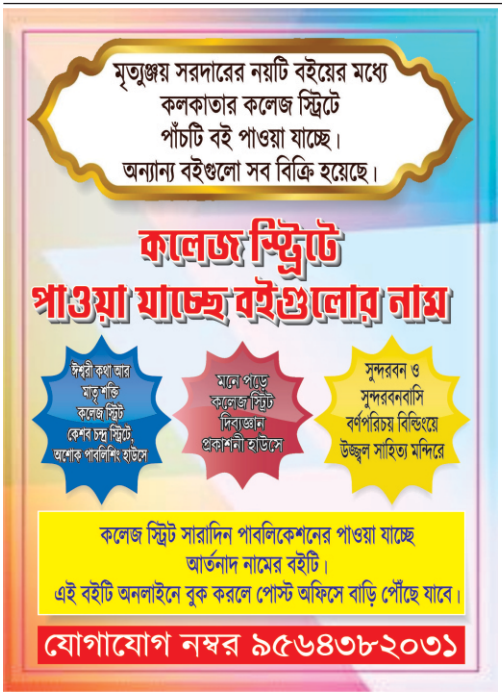

দিনভর টানটান নাটক, সন্ধ্যায় পদত্যাগ পানিহাটি পুরসভার চেয়ারম্যানের

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

বারাকপুর: শেষমেশ ইস্তাফাই দিলেন পানিহাটি পুরসভার চেয়ারম্যান মলয় রায়। বুধবার দিনভর নাটকের পর সন্ধ্যায় পুরসভার এক্সিকিউটিভ অফিসার ও হেলথ অফিসারের মাধ্যমে মহকুমা শাসকের কাছে পদত্যাগ পত্র পাঠালেন তিনি। মহকুমা শাসক সৌরভ বারিক ইস্তফা গ্রহণ করেছেন বলেই ফোনে জানিয়েছেন। জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, এরপর মহকুমা শাসকের নির্দেশে পুরসভার এক্সিকিউটিভ অফিসার ভাইস চেয়ারম্যানকে দিয়ে বোর্ড অফ কাউন্সিল মিটিং ডাকাবেন।যদিও বুধবার সকালে মলয় রায় বলেন, "কাউন্সিলর ও দলীয় কর্মীরা আমাকে ভালোবাসে। ওরাই মানতে চাইছে না চেয়ারম্যান পরিবর্তন হোক। অমরাবতী মাঠ নিয়ে যারা বলেছেন, তাদের চিহ্নিত করা হোক। এনিয়ে আমারও কিছু প্রশ্ন আছে, সেগুলি পরিষ্কার হোক। আমি জানতে চাই যে বা কারা চক্রান্ত করে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমার নামে দোষারোপ করেছে।" দুপুরের পর পুরসভায় চেয়ারম্যানের ঘরে গিয়ে দায়িত্বও সামলাতে দেখা যায় তাকে। ফলে ধন্দ আরও বাড়ে। যদিও শেষমেষ সন্ধ্যায় চেয়ারম্যান পদ থেকে মলয় রায় পদত্যাগ করায় জল্পনার অবসান হয়।সেই বৈঠকে চেয়ারম্যানের পদত্যাগ পত্র গ্রহণের রেজুলেশন করে মহকুমা শাসকের কাছে ফের পাঠাতে হবে।

এরপরই জরুরি ভিত্তিতে এক্সিকিউটিভ অফিসার কাউন্সিলরদের নিয়ে বৈঠক ডেকে সংখ্যা গরিষ্ঠতার ভিত্তিতে চেয়ারম্যান ঠিক হবে। যেহেতু পানিহাটি পুরসভার ৩৫টি ওয়ার্ডের মধ্যে ৩৩টি তৃণমূলের, তাই দলীয় নির্দেশ মেনে সম্ভাব্য চেয়ারম্যান হিসেবে চেয়ারম্যান ইন কাউন্সিল (পূর্ত) সোমনাথ দের নাম উঠে আসছে বলেই সূত্রের খবর। ইতিমধ্যেই তাঁর পুলিশি নিরাপত্তাও বাড়ানো হয়েছে। যদিও তৃণমূলের তরফে নতুন চেয়ারম্যান কে হবেন, তা এখনও ঘোষণা হয়নি।

তবে, ইস্তফা দেওয়ার দিন দিনভর যথেষ্ট জলঘোলা করেন মলয় রায়। নাগরিক পরিষেবা নিয়ে একাধিক অভিযোগের পাশাপাশি সোদপুরের ফুসফুস অমরাবতী মাঠে আবাসন তৈরির চক্রান্তের অভিযোগ সামনে আসতেই হস্তক্ষেপ করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তারপরই মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে মলয় রায়কে পদত্যাগ করার কথা জানিয়েছিলেন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ফিরহাদ হাকিমের সঙ্গে দেখা করে বেরিয়ে পদত্যাগ করেছেন বলেই জানিয়েছিলেন তিনি।

ধনিয়াখালিতে পুলিশি অভিযানে সাড়ে পাঁচশ কেজি বাজি ও বাজি তৈরির মসলা উদ্ধার, গ্রেফতার ২

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

বিশাল পরিমাণ বাজি মজুত রয়েছে গোপন সূত্রে এই খবর পেয়ে ধনিয়াখালি ব্লকের মির্জা নগর এলাকায় তল্লাশি অভিযান চালায় হুগলি গ্রামীন পুলিশ। এই অভিযানে উপস্থিত ছিলেন ডিএসপি ডিএনটি প্রিয়ব্রত বক্সী, সি আই, ধনিয়াখালি রামগোপাল পাল, ওসি, ধনিয়াখালি কৌশিক দত্ত সহ পুলিশ কর্মীবৃন্দ। জানা গেছে ওই মির্জানগর এলাকায় দুটি বাড়িতে ব্যাপক পরিমাণে বাজি এবং বাজি তৈরির মাল মসলা সহ শব্দ বাজিও মজুত ছিল। পুলিশ আধিকারিকরা দুটি বাড়ি থেকে প্রায় সাড়ে পাঁচশ কেজি বাজি এবং বাজি তৈরির মসলা বাজেয়াপ্ত করে নিয়ে যায়। ঘটনাস্থল থেকে পুলিশ দুই ব্যক্তিকে গ্রেফতার কোরে বিস্ফোরক আইনে মামলা রুজু করেছে। দোলের আগে এই ব্যাপক পরিমাণ বাজি এবং বাজি তৈরির মসলা উদ্ধারে হুগলি গ্রামীণ পুলিশের ভূমিকা ছিল যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

আসামী ধরতে গিয়ে গ্রামবাসীদের হামলার মুখে পুলিশ, গণপিটুনিতে প্রাণ গেল এএসআই-এর

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

পটনা: লালুপ্রসাদ যাদবের জমানার অবসান হলেও বিহার যে 'জঙ্গলরাজের' কলঙ্ক থেকে মুক্ত হতে পারেনি, ফের তার প্রমাণ মিলল। আসামী ধরতে গিয়ে এবার গ্রামবাসীদের হামলার মুখে পড়ল পুলিশ। শুধু তাই নয়, রাজীব কুমার নামে এক অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব ইন্সপেক্টরকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে।তখনই বিপত্তি দেখা দেয়। অপরাধীকে বাঁচাতে আসরে নামেন গ্রামবাসীরা। এএসআই রাজীব কুমার-সহ বাকিদের উপরে চড়াও হয়। অতর্কিতে হামলার মুখে পড়ে ঘাবড়ে যান পুলিশ কর্মীরা। উত্তেজিত গ্রামবাসীদের বোঝানোর চেষ্টা করেন এএসআই রাজীব কুমার। ঠিক তখনই তাকে ঘিরে ধরে বেধড়ক মারধর করা হয়। আশঙ্কাজনক অবস্থায় উদ্ধার করে রাজীবকে আরারিয়া জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তবে তাতে কোনও লাভ হয়নি। চিকিৎসকরা জানান, রাজীবকে মৃত অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়েছে।শিহরে ওঠার মতো ঘটনাটি ঘটেছে বিহারের আরারিয়ায়। পুলিশের নিচুতলার কর্মী এবং আধিকারিকরা ওই ভয়ঙ্কর ঘটনায় ক্ষোভে ফুঁসতে শুরু করেছেন। নিহত এএসআই মরদেহ ময়নাতদন্তের পর তার পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হবে।

পুলিশের এক পদস্থ আধিকারিক জানিয়েছেন, তড়পতগঞ্জের ফুলকাহায় এক বিয়ের অনুষ্ঠানে কুখ্যাত ও মোস্ট ওয়ান্টেড এক অপরাধী উপস্থিত থাকছে বলে খবর পায় ফুলকাহা থানার পুলিশ। গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে ফাঁদ পাতা হয়। পুরো বিয়ে বাড়িকে নজরদারির আওতায় নিয়ে আসা হয়। দীর্ঘদিন ধরে পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে বেড়ানো অপরাধী বিয়ে বাড়িতে হাজির হতেই তাকে গ্রেফতারের চেষ্টা চালায় ফুলকাহা থানার সাদা পোশাকের পুলিশ আধিকারিকরা।

(১ম পাতার পর)

নবদ্বীপে দোলে মাছ-মাংস খাবেন না! 'আবেদন' তৃণমূল পুরপ্রধানের

তৃণমূল সাংসদ শত্রুঘ্ন সিন্হা। তাঁর দলের নেত্রী মমতা যেখানে ভাষা, পোশাক, খাদ্যাভাস, ধর্মাচরণ— এই সমস্ত ক্ষেত্রেই বহুত্ববাদের পক্ষে সওয়াল করে থাকেন, সেখানে শত্রুঘ্নের ওই মন্তব্য দলীয় লাইনের 'পরিপন্থী' ছিল। তৃণমূল সূত্রের খবর, সাংসদের মন্তব্য মমতা যে ভাল ভাবে নেননি, তা তাঁকে জানিয়েও দেওয়া হয়েছিল। পরে ওই মন্তব্যের জন্য দুঃখপ্রকাশও করেছিলেন শত্রুঘ্ন। সেই একই বিতর্কে এ বার জড়ালেন নবদ্বীপের তৃণমূল পুরপ্রধান বিমানকৃষ্ণ সাহা।

দোল উৎসবের প্রস্তুতিতে সম্প্রতি পুরসভার তরফে একটি বৈঠক ডাকা হয়েছিল। ওই বৈঠকে বৈষ্ণব মঠের প্রধান, বিভিন্ন ক্লাবের প্রতিনিধি এবং ব্যবসায়ীরা উপস্থিত ছিলেন। সেখানেই নবদ্বীপবাসীর উদ্দেশে দোলে মাছ-মাংস না খাওয়ার 'আবেদন' করেন বিমানকৃষ্ণ। তাঁর বক্তব্যের একটি ভিডিয়োও প্রকাশ্যে এসেছে। তাতে পুরপ্রধানকে বলতে শোনা যাচ্ছে, ''আমি কোনও ধর্মকে ছোট করছি না। আমাদের হিন্দুধর্মে বিভিন্ন উৎসবে আমরা নিরামিষ খেয়ে থাকি। এটা (দোল উৎসব) চৈতন্যদেবের আবির্ভাবতিথি। এই তিথিতে এখানে চৈতন্যদেবের লক্ষ লক্ষ ভক্ত আসেন। তাঁরা অধিকাংশই নিরামিষভোজী। তাঁরা এসে এই দৃশ্যদূষণ দেখবেন। দেখবেন কেউ রাস্তার এ ধারে খাসি খাচ্ছেন, কেউ ও ধারে মুরগি খাচ্ছেন! এটা তাঁদের পক্ষে অসহনীয়। সেটা মাথায় রেখেই নবদ্বীপবাসীর কাছে পুরসভার পক্ষ থেকে আমাদের আবেদন, আগামী ১৩, ১৪ এবং ১৫ মার্চ আপনারা আমিষ ত্যাগ করে নিরামিষ খান।''

শুধু এ বারই নয়, ২০১৭ এবং ২০১৮ সালেও একই ভাবে পুরসভার পক্ষ থেকে দোলে আমিষ বর্জনের আবেদন করা হয়েছিল। বিতর্ক তখনও হয়েছিল। এ বারও একই আবেদন করে পুরপ্রধান বলেছেন, ''এটি কোনও সরকারি আদেশ নয়। বরং আমাদের অতিথিদের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান দেখানোর জন্য একটি সহজ আবেদন। মাছ-মাংস খাওয়া তাঁদের অনুভূতিতে আঘাত করে। সেই জন্যই আমাদের আমিষ বর্জন করা উচিত।''

নদিয়ার নবদ্বীপ চৈতন্যদেবের জন্মস্থান। মঠ-মন্দিরের শহর নবদ্বীপে সারা বছরই ভক্তদের সমাগম লেগে থাকে। বিদেশ থেকেও দলে দলে ভক্তেরা আসেন। দোলপূর্ণিমায় সেই সংখ্যা অনেকটাই বেড়ে যায়। ট্রেন বা লঞ্চ থেকে নেমে যে রাস্তা ধরে মঠের দিকে যেতে হয়, সেই রাস্তার দু'পাশে প্রচুর মাছ-মাংসের দোকান এবং হোটেল রয়েছে। অনেক পর্যটক সেই সব হোটেলে খাওয়াদাওয়া করেন। পুরপ্রধানের মন্তব্যের পরে সেই সব হোটেলের মালিকেরা ক্ষতির আশঙ্কা করছেন। নবদ্বীপ স্টেশন সংলগ্ন অন্নপূর্ণা হোটেলের কর্ণধার রাজীব দত্ত বলেন, ''পর্যটকদের জন্যই আমাদের পেট চলে। আমাদের আমিষ খাবারের হোটেল। পুরসভার আবেদন মেনে আমাদের সব বন্ধ রাখতে হচ্ছে। দুটো পয়সা আয় হত। সেটা এ বার আর হবে না। আমরা তো জোর করে কাউকে কিছু খেতে বলছি না। কিন্তু যাঁরা খেতে চান, তাঁদের কেন আটকানো হচ্ছে?

নবদ্বীপের পরিচিত সমাজকর্মী সুজিত চক্রবর্তীর মতে, ''বাংলা উদার সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক। শ্রীচৈতন্যদেব উদারতার বার্তা প্রচার করেছিলেন। তাঁর জন্মদিনকে সামনে রেখে বাংলায় এমন খাদ্যাভ্যাস নিয়ন্ত্রণের প্রচেষ্টার কোনও প্রচলন নেই। উত্তর ভারতের মতো বাংলায় উৎসবে এ ভাবে বিধিনিষেধ আরোপ করা উচিত নয়।''

প্রত্যাশিত ভাবেই পুরপ্রধানের অভিমতকে সমর্থন করেছে বিজেপি। রানাঘাটের বিজেপি সাংসদ জগন্নাথ সরকার বলেছেন, ''তৃণমূল সব সময় একটি বিশেষ সম্প্রদায়কে তোষণ করে এসেছে। তবে নবদ্বীপ পুরসভার অন্তত দোলের কথা মাথায় রেখে বোধোদয় হয়েছে। তাকে আমরা স্বাগত জানাচ্ছি।''

বস্তুত, নবরাত্রি বা শ্রাবণ মাসে মাছ-মাংস খাওয়াকে 'মোগলদের মানসিকতা' বলে এক বার উল্লেখ করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রীর সেই মন্তব্যের প্রতিবাদ করেছিলেন তৃণমূলনেত্রী মমতা। তাঁর দাবি ছিল, বিজেপি নানা ভাবে খাওয়া-পরার মৌলিক অধিকারের উপর নিজেদের মত চাপিয়ে দিতে চাইছে। মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, ''মোদী এখন বলে বেড়াচ্ছেন মাছ খাবেন না, মাংস খাবেন না, ডিম খাবেন না। তা হলে কি ব্যাঙের ছাতা খাবে? আপনি জোগাড় করে দিন। যার যা ইচ্ছা, খাবে। যে নিরামিষ ভালবাসে, সে নিরামিষ খাবে। যে আমিষ খায়, সে তা-ই খাবে। এ দেশ আমাদের সকলের। নানা ভাষা নানা মত নানা পরিধান।'' মোদীকে নিজের হাতে মাছ রেঁধে খাওয়ানোর কথাও বলেছিলেন মমতা। বলেছিলেন, ''কেউ বিরিয়ানি ভালবাসে, কেউ চিংড়ি পটল ভালবাসে, কেউ চিংড়ির মালাইকারি ভালবাসে। মোদীবাবু, আপনি খেয়ে একটু দেখুন না স্বাদটা কেমন? খেয়ে দেখবেন? তৈরি করে দেব? কথা দিচ্ছি, কাউকে দিয়ে করাব না, নিজে রান্না করব।'' তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও আমিষ-নিরামিষ বিতর্কে একাধিক বার বিজেপিকে নিশানা করেছেন।

শেখ শাহজাহানের বিলাসবহুল গাড়ি বেচতে তৎপর ইডি

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

সন্দেশখালির 'বাঘ' তিনি। গত বছরের শুরুতেই সংবাদের শিরোনামে উঠে আসেন শেখ শাহজাহান । রেশন দুর্নীতি মামলার তদন্তে তাঁর বাড়িতে গিয়ে হামলার মুখে পড়েন এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের আধিকারিকরা। পরবর্তীতে প্রায় মাস দুয়েক গা ঢাকা দিয়ে থাকার পর গ্রেফতার হন এই তৃণমূল নেতা (বর্তমানে সাসপেন্ড)। বিগত এক বছরের বেশি সময় ধরে জেলবন্দি সন্দেশখালির সাসপেন্ডেড তৃণমূল নেতা শাহজাহান । তখন থেকেই সিজিও কমপ্লেক্সের মধ্যে পড়ে রয়েছে তাঁর তিনটি বিলাসবহুল গাড়ি। এর মধ্যে একটি হুডখোলা জিপ ও বাকি দু'টি এসইউভি। এবার সেগুলিই বিক্রি করে তার টাকা সদ্ব্যবহার করতে চাইছে ইডি।

আদালতে কেন্দ্রীয় এজেন্সির দাবি, রেশন দুর্নীতির টাকাতেই শাহজাহানের ওই বিলাসবহুল গাড়িগুলি কেনা হয়েছিল। বর্তমানে অনাদরে সেগুলি নষ্ট হচ্ছে। সেই জন্য ওই তিনটি গাড়ি বিক্রি করে পাওয়া টাকা ভালো কাজে ব্যবহার করতে চায় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা।

জানা যাচ্ছে, এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের এই আবেদন গ্রহণ করেছে আদালত। আগামী সপ্তাহে এই মামলার শুনানি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সেদিন শাহজাহানের বহুমূল্য তিন গাড়ির 'ভাগ্য' নির্ধারণ হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। বিচারক কী রায় দেয় এখন সেটাই দেখার।সন্দেশখালির বুকে ইডির ওপর হামলার ঘটনার পর সামনে আসে একাধিক চাঞ্চল্যকর অভিযোগ। শাহজাহান ও তাঁর বাহিনীর বিরুদ্ধে নারী নির্যাতন সহ একাধিক অভিযোগ ওঠে। পথে নেমে প্রতিবাদ করেন গ্রামবাসীরা। প্রায় মাস দুয়েক লুকিয়ে থাকার পর রাজ্য পুলিশের হাতে গ্রেফতার হন তিনি। পরবর্তীতে সন্দেশখালি কাণ্ডের তদন্তভার পাওয়ার পর শাহজাহানকে হেফাজতে নেয় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা।

এবার সন্দেশখালির এই দোর্দণ্ডপ্রতাপ নেতার তিনটি বিলাসবহুল গাড়ি বিক্রি করতে তৎপর হয়ে উঠল ইডি । সূত্র উদ্ধৃত করে একটি সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে, ওই গাড়িগুলি বিক্রি করে সেই টাকা সদ্ব্যবহারের জন্য ব্যাঙ্কশাল আদালতের বিশেষ এজলাসে আবেদন জানিয়েছে কেন্দ্রীয় এজেন্সি।

সম্পাদকীয়

এবার কি বকেয়া মিলবে?

এবার কি বকেয়া মিলবে? বছর ঘুরলেই রাজ্যে বিধানসভা ভোট। ছাব্বিশের আগে একশো দিনের কাজ-সহ সমস্ত প্রকল্পে কেন্দ্রের কাছে পশ্চিমবঙ্গ যা বকেয়া, তা মিটিয়ে দেওয়ার সুপারিশ করল সংসদের গ্রামোন্নয় সংক্রান্ত স্ট্যান্ডিং কমিটি।গত ১৩ ফেব্রুয়ারি রাজ্যসভায় বাজেটে জবাবি ভাষণ দেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ। এক এক করে সমস্ত রাজ্যের কথাই বলছিলেন। এরপর যখন পশ্চিমবঙ্গের প্রসঙ্গ আসে, তখন বঞ্চনার অভিযোগে সরব হন সাকেত গোখলে-সহ এ রাজ্যের সাংসদরা। পাল্টা রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও অসহযোগিতার অভিযোগ করতে শুরু করেন নির্মলা। স্রেফ অর্থমন্ত্রীকে মাধপথে থামিয়ে দেওয়াই নয়, রাজ্যসভা থেকে ওয়াকআউট করেন তৃণমূল সাংসদরা।রিপোর্টে উল্লেখ, '২০২২ অর্থবর্ষ থেকে পশ্চিমবঙ্গে বরাদ্দ বকেয়া। ফলে গ্রামীণ উন্নয়নে ব্যাপক প্রভাব পড়েছে। পরিযায়ী শ্রমিকের সংখ্যা বেড়েছে উল্লেখযোগ্যভাবে'। সঙ্গে সুপারিশ, 'যে বিতর্কিত অর্থবর্ষ আদালতে বিচারাধীন আছে, সেই বছর বাদে বাকি টাকা অবিলম্বে দেওয়া হোক'।

ঘটনাটি ঠিক কী? কেন্দ্রের বিরুদ্ধে বারবার বঞ্চনার অভিযোগ তোলেন মুখ্যমন্ত্রী। বস্তুত, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার ধাঁচে এ রাজ্যে আবাস যোজনাও চালু করেছেন তিনি। নাম, 'বাংলার বাড়ি'। মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ, 'আবাস যোজনায় বাংলার এক নম্বরে ছিল। তাও সত্ত্বেও টাকাটা দেওয়া হয়নি। ৩ বছর ধরে বাংলার গরীব মানুষগুলি বঞ্চিত হচ্ছে'। 'বাংলার বাড়ি' প্রকল্পে রাজ্যের ২১ জেলায় ১২ লক্ষ যোগ্য পরিবারকে বাড়ি তৈরির জন্য প্রথম কিস্তি ৬০ হাজার টাকা বন্টনের প্রক্রিয়ার শুরু হয়ে গিয়েছে।

এদিকে সংসদের বাজেট বিতর্কে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে বঞ্চনার অভিযোগে সরব হন অভিষেকও। বলেন, 'বাজেট দেখে আমার মনে হচ্ছে, অর্ধেক যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকাঠামো শব্দটি একেবারে যথাযথ হবে। এমন শব্দ আপনারা হয়তো আগে কখনও শোনেননি। এমনটা কেন? বিহারে জেডিইউ-র ১২টি আসন রয়েছে। বিজেপিরও ১২ সাংসদ আছেন। বাংলাতেও ১২ জন সাংসদ বিজেপির। তবে বিহারের ক্ষমতায় রয়েছে তারা। আর বাংলায় নেই। তাই বিহার পেল বোনানজা। বাংলা পেল ব্লকেডার'। তাঁর কথায়, 'বাংলার জন্য কোনও অর্থপূর্ণ বরাদ্দ করেনি কেন্দ্রীয় সরকার। এটা বাংলা বিরোধী বাজেট'।

মায়ের আশীর্বাদ অসীম

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(একুশতম পর্ব)

প্রসঙ্গে এই লেখাতেই উল্লেখ করছি।মন্দিরের সেই ভগ্নদশা দেখে কেঁদে ফেলেছিলেন জগন্নাথ রায়ও। তিনি ছিলেন মল্লারপুরের জমিদার। মায়ের মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে মানত করেছিলেন,'মাগো আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হলে তোমার নতুন মন্দির গড়ে দেব মা।' তারামা তাঁর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেছিলেন। তারপরই জগন্নাথ রায় তারামায়ের মন্দির সংস্কার করে দেন। সেটা ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দের ১৫ এপ্রিল। মন্দির নির্মাণের পাশাপাশি নতুন করে তৈরি করলেন চন্দ্রচূড় শিবের মন্দির, মায়ের বিরামখানা, ভোগঘর, ভাণ্ডারঘর প্রভৃতি।মায়ের

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

সংসদে বাংলাকে আক্রমণ নির্মলার! পালটা দেওয়ার সময় গরহাজির তৃণমূলের ২৭ সাংসদ

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

নয়াদিল্লি: সংসদে তখন আবাস যোজনা, মেট্রো প্রকল্প, মিড ডে মিল, রেশন দুর্নীতি বা শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে বাংলাকে আক্রমণ করে চলেছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ। অথচ, তাঁর বিরুদ্ধে পাল্টা প্রতিরোধ গড়ে তুলতে তৃণমূলের ভরসা তখন শুধু দুই বর্ষীয়ান সাংসদ সৌগত রায় ও কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়।অর্থমন্ত্রী বলেন, বঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতি হয়েছে। ১০ হাজার কোটি টাকার রেশন দুর্নীতি, মিড-ডে মিলে ১০০ কোটি টাকার প্রতারণা হয়েছে। সিএজি দু'লক্ষ কোটি টাকার আর্থিক অনিয়ম চিহ্নিত করেছে। কীর্তি আজাদের এ সব নিয়ে পশ্চিমবঙ্গে প্রশ্ন তোলা উচিত। তিনি বলেন, পশ্চিমবঙ্গ আয়ুষ্মান ভারতে যোগ দেয়নি। জলজীবন মিশনের কাজ শ্লথগতিতে হচ্ছে। পড়ে থাকে পিএম-উজ্জ্বলা যোজনার আবেদন। অনিয়ম ধরা পড়েছে পিএম-আবাস, বাংলা আবাস যোজনায়। রেলের প্রয়োজনীয় জমির মাত্র ২১% অধিগ্রহণ হয়েছে। মেট্রো রেলের পাঁচটি

এরপর ৬ পাতায়

ন্যায় কর্মফলদাতা শনিদেব

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

তবে আমরা জানি শনি' নবগ্রহের একটি অন্যতম গ্রহ, শনি গ্রহকে গ্রহরাজ-ও বলা হয়ে থাকে। শনিদেব সনাতন ধর্ম মতে একজন দেবতা। শনি উগ্র দেবতা বলে কুখ্যাত। জ্যোতিষীদের মতে শনির কুদৃষ্টি অশুভ ফল নিয়ে আসে।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

ভিডিও মুছতে কাকুতিমিনতি 'কালীঘাটের কাকু'র!

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় সম্প্রতি তৃতীয় সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিট পেশ করেছে সিবিআই । সেখানে বেশ কিছু চাঞ্চল্যকর বিষয় তুলে ধরা হয়েছে। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা যেমন জানতে পেরেছে, প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতিতে শুধুমাত্র অডিও নয়, একটি ভিডিও-ও রেকর্ড করা হয়েছিল।প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতি মামলার ওই সাক্ষী কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাকে জানিয়েছেন, প্রাথমিকের পাশাপাশি উচ্চ প্রাথমিক, কর্ম ও শারীরশিক্ষা, একাদশ-দ্বাদশ সহ একাধিক চাকরির জন্য তিনি প্রার্থী 'সংগ্রহে'র কাজ করতেন। কারণ তিনি নিজেও চাকরিপ্রার্থী ছিলেন। ঘুষের টাকা না দিতে পারার জন্য তাঁকে প্রার্থী খুঁজে দিতে বলা হয়। তাঁর মতো বহু এজেন্ট এই কাজ করতেন। এভাবেই অরুণ হাজরার মাধ্যমে মোট ৭৮ কোটি টাকা যায় কালীঘাটের কাকুর কাছে। তবে সব প্রার্থীর চাকরি হয়নি। কার কাছ থেকে কেন কত টাকা নেওয়া হয়েছে, সেটা এজেন্টদের ডায়েরিতে লেখা থাকতো বলে খবর।তদন্তকারীদের কাছে বয়ান দেওয়ার সময় একথা জানিয়েছেন একজন সাক্ষী।

ওই ভিডিও মুছে দেওয়ার অনুরোধ করেন কালীঘাটের কাকু (Primary Recruitment Scam)!

প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতির (Recruitment Scam) শিকড় খুঁজতে মরিয়া সিবিআই। জোরকদমে এই মামলার তদন্ত চলছে। সেই তদন্তসূত্রেই একটি ভিডিও রেকর্ডিংয়ের কথা জানতে পারেন গোয়েন্দারা। কীভাবে চাকরিপ্রার্থীদের থেকে ঘুষের টাকা নেওয়া হতো সেটা ক্যামেরায় রেকর্ড করেছিলেন বলে সিবিআইয়ের কাছে দাবি করেছেন এই মামলার এক সাক্ষী। তদন্তকারী সংস্থা তাঁর বয়ান রেকর্ড করেছে।

প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতির (Primary Recruitment Scam) তদন্তে নেমে ওই সাক্ষীকে জেরা করেছিল সিবিআই। তখনই উঠে আসে ঘুষের ভিডিও রেকর্ডিংয়ের কথা। ওই সাক্ষী জানিয়েছেন, সেই ভিডিও মুছে ফেলার জন্য একাধিকবার তাঁকে ফোন করে অনুরোধ করেছিলেন এই মামলার অন্যতম অভিযুক্ত সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র ওরফে কালীঘাটের কাকু।

এই দুর্নীতি মামলায় মোট ১০টি ডায়েরি উদ্ধার করেছেন তদন্তকারীরা। চারজন সাক্ষীর থেকে তা উদ্ধার করা হয়েছে। সেই সঙ্গেই তাঁদের বয়ানও রেকর্ড করেছে সিবিআই। ওই চারজন সাক্ষী অরুণ হাজরার 'এজেন্ট' হিসেবে কাজ করতেন বলে দাবি করেছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। চাকরিপ্রার্থীদের থেকে ঘুষের টাকা তুলে তাঁরা কালীঘাটের কাকুর হাতে তুলে দিতেন।

এমনই একজন এজেন্ট নিজের মোবাইলের ক্যামেরায় ঘুষ দেওয়া-নেওয়ার ভিডিও রেকর্ড করেছিলেন। একটি সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনে সিবিআইয়ের কাছে দেওয়া ওই সাক্ষীর বয়ান উদ্ধৃত করে দাবি করা হয়েছে, কালীঘাটের কাকুর সহকারী নিখিল হাতির ঘুষ নেওয়ার ভিডিও রেকর্ড করেছিলেন ওই ব্যক্তি। সেখানে উপস্থিত ছিলেন সুজয়কৃষ্ণ নিজে। পরবর্তীতে এই মামলায় সিবিআই ও ইডি সক্রিয় হয়ে ওঠায় একাধিকবার ফোন করে ওই ভিডিও ডিলিট করে দেওয়ার অনুরোধ করেন কালীঘাটের কাকু।

একাধিক প্রমাণ লোপাটের কথা জানান। সেই সঙ্গেই ঘুষের টাকা ফেরত দিয়ে দেওয়ারও আশ্বাস দেন। সিবিআইয়ের কাছে ওই সাক্ষী জানিয়েছেন, কালীঘাটের কাকুর বারংবার 'কাকুতিমিনতি'র পর তিনি ওই ভিডিও ডিলিট করে দেন। উপরন্তু, 'কাকু' ওই এজেন্টকে জানিয়েছিলেন, প্রমাণ লোপাট করার জন্য নিজের দু'টি মোবাইল কালীঘাটে আদিগঙ্গায় ফেলে দিয়েছেন।

আপাতকালীন পরিষেবা তালিকাসূচী

Emergency Contacts
Ambulance - 102
Ambulance (Randhumahal Club) - 9735697689
Child Line – 112
Canning PS - 03218-255221
FIRE - 9064495235

Contacts of Hospital, Nursing Home & Doctors
Canning S.D Hospital - 03218-255352
Dipanjan Nursing Home - 03218-255691
Green View Nursing Home - 03218-255550
A.K.Moolal Nursing Home - 03218-315247
Binapani Nursing Home - 9732545652
Nazat Nursing Home, Taldi - 9143032199
Welcome Nursing Home - 9733593488
Dr. Bikash Sapui - 03218-255269
Dr. Biren Mondal - 03218-255247
Dr Arun Dulal Paul - 03218 - (Cham) 253219 (Re) 255548
Dr. Phani Bhusan Das - 03218 - 255364, (Cham) 255264
Dr. A.K. Bhartacherjee - 03218-255518
Dr. Lokenath Sa - 03218-255660

Administrative Contacts
SP Office - 033-24330010
SDO Office - 03218-255340
SDPO Office - 03218-285398
BDO Office - 03218-255205

Contacts of Railway Stations & Banks
Canning Railway Station - 03218-255275
SBI (Canning Town) - 03218-255216,255218
PNB (Canning Town) - 03218-255231
Mahila Co-operative Bank - 03218-255134
WB State Co-operative - 03218-255239
Bandhan Bank - Mob. No. 7596012991
Axix Bank - 03218-255352
Bank of Boroda, Canning - 03218-257888
ICICI Bank, Canning - 03218-255206
HDFC Bank, Canning Hos. More - 9088107808
Bank of India, Canning - 03218 - 245091

রাত্রিকালীন ঔষধ পরিষেবার তালিকাসূচী (ক্যানিং)

প্রতি মাসের এই তারিখে এই সমস্ত দোকান খোলা থাকবে

01 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	02 ভারত মেডিকেল হল	03 সপ্না মেডিকেল হল	04 ভারত মেডিক্যাল হল	05 ঘোষ মেডিকেল	06 ঔষধ ঘর
07 আরোগ্য মেডিক্যাল	08 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	09 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	10 জীবন জ্যোতি ফার্মেসী	11 সিনহা মেডিকেল হল	12 গোকুল ফার্মেসী
13 ঔষধ ঘর	14 সৌভিক ফার্মেসি	15 নির্মলা মেডিকেল হল	16 মাতৃ ফার্মেসী	17 ইউনিক ফার্মেসী	18 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি
19 ঘোষ মেডিকেল	20 সৌভিক ফার্মেসি	21 আরোগ্য মেডিকেল	22 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	23 শোভা মেডিকেল হল	24 প্রমিলা মেডিকেল কর্নার
25 সিনহা মেডিকেল হল	26 ঘোষ মেডিকেল	27 মাতৃ ফার্মেসী	28 সৌভিক ফার্মেসি	29 নির্মলা মেডিকেল হল	30 মাতৃ ফার্মেসী

থিম মিউজিক প্রতিযোগিতা

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

ভারতের প্রকৃত সাঙ্গীতিক চেতনার উদযাপন হল থিম মিউজিক প্রতিযোগিতা (টিএমসি)। এখানে গীতিকার, গায়ক, শিল্পী ও সঙ্গীতস্রষ্টাদের এমন কোনো সঙ্গীতাংশ সৃষ্টি করার আহ্বান জানানো হচ্ছে যার মধ্যে ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীত অথবা শাস্ত্রীয় সঙ্গীত ও সমসাময়িক সঙ্গীতের ফিউশনের প্রতিফলন ঘটবে। ইন্ডিয়ান মিউজিক ইন্ডাস্ট্রির সহযোগিতায় এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রক। ওয়ার্ল্ড অডিও-ভিস্যুয়াল অ্যান্ড এন্টারটেনমেন্ট সামিট, ওয়েভস-এর আওতায় ক্রিয়েট ইন ইন্ডিয়া চ্যালেঞ্জের অঙ্গ হিসেবে এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে।

ওয়েভস-এর প্রথম সংস্করণ সারা বিশ্বের মিডিয়া ও বিনোদন ক্ষেত্রের এক সমাবেশ মঞ্চ হয়ে উঠেছে। সারা বিশ্বের মিডিয়া ও বিনোদন ক্ষেত্রের মনোযোগ এখন এসে পড়েছে ভারতের ওপর।

মুম্বাইয়ের জিও ওয়ার্ল্ড কনভেশন সেন্টার ও জিও ওয়ার্ল্ড গার্ডেনস-এ ১-৪ মে, ২০২৫ এই শীর্ষ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে। এর চারটি মূল ভিত্তি রয়েছে। সেগুলি হল – সম্প্রচার ও ইনফোটেনমেন্ট, এভিজিসি-এক্সআর, ডিজিটাল মিডিয়া ও উদ্ভাবন এবং চলচ্চিত্র।

এই প্রতিযোগিতার মূল ভাবনা – 'ভারতের গান'। এটি ওয়েভস-এর সম্প্রচার ও ইনফোটেনমেন্টের আওতায় রয়েছে। মোট ১৭৮ জন প্রতিযোগিতার জন্য নাম নথিভুক্ত করেছেন। একমাত্র ভারতীয়রাই এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারেন। দীর্ঘ প্রক্রিয়া ও সুনির্দিষ্ট মাপকাঠির মধ্য দিয়ে তাঁদের বাছাই করা হয়েছে।

ভারতীয় সঙ্গীত জগতের বিশেষজ্ঞরা দুটি পর্বে প্রতিযোগীদের মূল্যায়ন করে ছ'জন ফাইনালিস্টকে বেছে নিয়েছেন। এঁদের মধ্যে একজন চূড়ান্ত বিজয়ী হবেন। বাকি পাঁচজন রানার-আপ। চূড়ান্ত বিজয়ী নগদ অর্থের পাশাপাশি তাঁর গান রেকর্ডিং-এর সুযোগ পাবেন, সোশ্যাল মিডিয়ায় তাঁর গানের প্রচার করা হবে ও বিখ্যাত কোনো সঙ্গীত ব্যক্তিত্বের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পাবেন তিনি। ওয়েভস-এও তাঁকে আমন্ত্রণ জানানো হবে। পাঁচজন রানার-আপ নগদ অর্থ পাবেন, ওয়েবসাইট এবং সোশ্যাল মিডিয়ায় তাঁদের স্বীকৃতি জানানো হবে এবং ওয়েভস-এ উপস্থিত থাকার আমন্ত্রণও তিনি পাবেন।

(৪ পাতার পর)

সংসদে বাংলাকে আক্রমণ নির্মলার! পালটা দেওয়ার সময় গরহাজির তৃণমূলের ২৭ সাংসদ

প্রকল্পের চারটির কাজ দেরিতে চলছে। নির্মলা এ কথা বলার সময়ে মাত্র দু'জন তৃণমূল সাংসদ অধিবেশন কক্ষে ছিলেন। সোমবারই অসুস্থ হয়ে হাসপাতাল ঘুরে আসা সৌগত রায় এবং কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু আলোচনায় অংশ নেওয়া কীর্তি আজাদ বা অন্য তৃণমূল সাংসদরা লোকসভায় ছিলেন না। নির্মলা বলেন, "কীর্তি আজাদকে দেখতে পাচ্ছি না। তাঁর রামায়ণ ভালো করে পড়া উচিত।"

বাকি ২৭ জন সাংসদই গরহাজির!

নির্মলার ভাষণের মাঝেই চিৎকার করেন কল্যাণ। কিন্তু সেই সময় তৃণমূলের অন্য কোনও সাংসদ না থাকায় ট্রেজারি বেঞ্চ থেকে টিপ্পনি উড়ে আসে। বিজেপি সাংসদরা বলতে থাকেন, 'কল্যাণবাবু চেঁচিয়ে লাভ নেই আপনার পিছনে কোন সাংসদ নেই।' এর প্রতিবাদে কল্যাণ-সৌগত দু'জনেই কক্ষত্যাগ করে চলে যান। বাকি ২৭ জন সাংসদ ছিলেন গরহাজির। বিশেষ করে নতুন নির্বাচিত সাংসদরা। কেন তখন লোকসভায় হাজির ছিলেন না, তা নিয়ে দলের অন্দরেই প্রশ্ন উঠেছে। প্রশ্ন উঠেছে, তাঁদের হাজিরা কি শুধুই সামাজিক মাধ্যমে থাকবে? এই ঘটনাকে 'লজ্জাজনক' বলে আখ্যা দিয়েছেন তৃণমূলের এক বর্ষীয়ান সাংসদ। তিনি জানান, বিষয়টি দলের দেখা উচিত। বিশেষ করে নতুন যে সাংসদরা এসেছেন তাদের আরও সতর্ক হওয়া উচিত।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সম্প্রতি প্রকাশ্য সভায় 'কাটমানি' নিয়ে সরব হয়েছিলেন। মমতার সেই মন্তব্যকে হাতিয়ার করে মঙ্গলবার কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন তৃণমূল সাংসদদের নিশানা করেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দুর্নীতি নিয়ে সরব হন। কিন্তু নির্মলা পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর কথা উল্লেখ করে রাজ্য তথা তৃণমূল নেতৃত্বকে নিশানা করলেও, লোকসভায় সে সময় তৃণমূলের ২৯ জন সাংসদের মধ্যে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সৌগত রায় ছাড়া কেউ হাজিক ছিলেন না। বর্ষীয়ান সাংসদ জানান, আমরা যখন সংসদে পা রেখেছিলাম তখন যতটা বেশি সময় পারতাম অধিবেশনে সময় দিতাম। অথচ দুর্ভাগ্যজনক আমাদের দলের তরফে যে দুজন সংসদ বক্তব্য রেখেছিলেন তারা দুজনেই হাজির ছিলেন না। সংসদ বুঝতে গেলে অধিবেশনে থাকতে হয়। সোশ্যাল মিডিয়া বা নতুন নতুন জামাকাপড় দিয়ে সংসদ বোঝা যায় না।

সম্প্রতি মমতা মুর্শিদাবাদে সভায় বলেন, সরকারি প্রকল্পে কেউ টাকা চাইলে কেউ দেবেন না। আবাস যোজনার উপভোক্তাদের থেকে ৫-১০-১৫ হাজার করে টাকা নেওয়া হয়েছে এবং কারা নিয়েছে, তাও জানেন বলে দলের বৈঠকে সতর্কও করেছিলেন। নির্মলা বলেন, "পশ্চিমবঙ্গে কাটমানির সমস্যা এখন এত বেড়ে গিয়েছে যে, মুখ্যমন্ত্রী নিজেই দলের প্রতিনিধিদের কাটমানির টাকা ফেরত দিতে বলেছেন।" এদিন কেন্দ্রীয় বাজেটে অতিরিক্ত খরচ ও মণিপুরের বাজেট নিয়ে আলোচনায় তৃণমূল সাংসদ কীর্তি আজাদ মোদী সরকারের দুর্নীতি নিয়ে সরব হন। বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে আসা কীর্তি বলেন, "২০১৪ সালে যখন মোদি সরকার ক্ষমতায় আসে, আমি ওদের দিকে ছিলাম। শুনেছিলাম, 'না খাউঙ্গা না খানে দুঙ্গা'। তাই আমি যে খেলাকে ভালবেসে পরিচিত হয়েছি, সেই ক্রিকেট সংক্রান্ত চারশো কোটি টাকার দুর্নীতি নিয়ে সরকারের কাছে যাই। কিন্তু বিভীষণকে যে ভাবে লঙ্কা থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল, আমারও সেই হাল হয়।"

(১ম পাতার পর)

দলবদল করে তাপসী নারী উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারপার্সন দায়িত্ব পেলেন

দুয়েক আগে। বাকি মৎস্যজীবীদের গ্রেফতার করা হয়েছে গত মাসে। একসঙ্গে এতজন মৎস্যজীবী গ্রেফতার হওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই দুশ্চিন্তায় দিন কাটছে পরিবারের।উল্লেখ্য, গত দু মাস আগে সমুদ্রে মাছ ধরতে গিয়ে বাংলাদেশের উপকূলরক্ষী বাহিনী ৭৯ জন ভারতীয় মৎস্যজীবীকে গ্রেফতার করেছিল। তারাও সকলে দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিভিন্ন এলাকার বাসিন্দা। অভিযোগ, আন্তর্জাতিক জলসীমা পেরিয়ে বাংলাদেশ সীমান্তে প্রবেশ করার অভিযোগে গত অক্টোবর মাসে প্রথমে ৩১ জন মৎসজীবী ও তারও কিছুদিন পরে ৪৮ জন মৎসজীবীকে গ্রেফতার করেছিল বাংলাদেশ উপকূলরক্ষী বাহিনী । পরে নভেম্বরে গ্রেফতার করা হয় ১৬ জনকে।ইতিমধ্যেই এ বিষয়ে তারা রাজ্য সরকারের হস্তক্ষেপ চেয়েছেন। আর এবার এইসকল মৎজীবীদের দেশে ফেরাতে এগিয়ে আসল রাজ্য সরকার। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই মৎস্যজীবীদের দেশে ফেরানোর আশ্বাস দিয়েছেন।

সোমবার নবান্নে গঙ্গাসাগর মেলার প্রস্তুতি বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আগে কী হত, মৎস্যজীবীরা হারিয়ে যেতেন। পথ খুঁজে পেতেন না। আমরা ভাবতাম যে কোথায় গেল, কী হল। বাড়ির লোকজন ভাবতেন যে মৃত্যু হয়েছে নাকি। কিন্তু আমরা এখন একটা ট্র্যাকিং সিস্টেম করে দিয়েছি। তাতে আমরা ধরতে পারি যে তাঁরা কোথায় আছেন। আমাদের যে ৯৫ জন বাংলাদেশে আছেন, সেটা আমরা জানি।' সেইসঙ্গে তিনি জানান, পরিবারকে জানিয়ে দিতে যে কাল-পরশুর মধ্যে মৎস্যজীবীরা ফিরে আসবেন। আর রাজ্যের স্বরাষ্ট্রসচিব নন্দিনী চক্রবর্তীকে নির্দেশ দেন যে 'বাংলাদেশের যারা আটকে আছে, তাদের ছেড়ে দাও। আর আমাদের ভারতীয়রা যারা আটকে আছে, তাদেরও ছাড়িয়ে দাও।'

কোটা সংস্কার নিয়ে ছাত্র আন্দোলন ও গণঅভ্যুত্থানকে কেন্দ্র করে গত জুলাই মাস থেকে অস্থির হয়েছে বাংলাদেশ। তারপর গত ৫ অগস্ট প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকারের পতনের পর সেদেশে সংখ্যালঘুদের উপরে অত্যাচার বেড়েছে। মাঝখানে কিছুদিন থেমে থাকলেও সম্প্রতি ফের সংখ্যালঘুদের উপর অত্যাচারের ঘটনাকে কেন্দ্র করে অস্থির হয়ে উঠেছে বাংলাদেশ। এই অবস্থায় গ্রেফতার হওয়া মৎস্যজীবীদের পরিবারের দুশ্চিন্তা আরও বেড়েছে।

গ্রেফতারের পরেই পরিবারগুলি স্থানীয় প্রশাসনের কাছে মৎস্যজীবীদের ফিরিয়ে আনার জন্য আর্জি জানিয়েছিল তাদের পরিবার। জানা গিয়েছে, সম্প্রতি এই বিষয়টি পৌঁছেছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যেয়ের কানে। সেই বিষয়টি জানতে পেরেই তিনি তাঁদের ফিরিয়ে আনতে আগ্রহী হয়েছেন। পাশাপাশি তিনি এবিষয়ে কেন্দ্র সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। জানা গিয়েছে, সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রীর দফতর থেকে কাকদ্বীপের বিধায়ক মন্টুরাম পাখিরাকে ফোন করে বাংলাদেশে গ্রেফতার হওয়া মৎস্যজীবীদের পরিবারের সদস্যদের নিয়ে খোঁজখবর নেওয়া হয়। এনিয়ে মন্টুরাম জানান, মুখ্যমন্ত্রীর দফতর থেকে ফোন মৎস্যজীবীর পরিবারের সদস্যদের খোঁজ নেওয়ার পাশপাশি দেশে ফিরিয়ে আনার বিষয়ে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। এর জন্য পরিবারের সদস্যরা মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

সিনেমার খবর

শুটিংয়ের মাঝে সংলাপ ভুলে যাচ্ছেন অমিতাভ বচ্চন!

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

বলিউড শাহেনশাহ অমিতাভ বচ্চন। বয়স বাড়লেও তিনি কাজের ব্যাপারে এখনও পারফেকশনিষ্ট। সম্প্রতি, বয়সের সমস্যাগুলো নিয়ে কথা বলেন তিনি। গত বছর ৮২-তে পা দিয়েছেন অভিনেতা। তিনি তাঁর ব্লগে লিখেছেন, এখন তাঁর চিত্রনাট্যের লাইন মনে রাখতে সমস্যা হয়। তাই অমিতাভ বচ্চন গভীর রাতে পরিচালকদের ফোন করেন এবং দৃশ্যগুলো আরও ভালো ভাবে সম্পাদনা করার জন্য দ্বিতীয় সুযোগও চান। খবর এই সময়ের।

অমিতাভ বলেন, 'কাজের জন্য প্রচুর মিটিং করতে হয় তাঁকে। কোন চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে হবে। কী প্রত্যাখ্যান করতে হবে। ভদ্রতার সঙ্গে কোনটা প্রত্যাখ্যান করতে হবে, কোনটা গ্রহণ করতে হবে, একটা বড় চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েন তিনি। তবে চিন্তা বরাবরই একটা বিষয়ে থাকে। আমি যে কাজ পাচ্ছি, তার প্রতি কি সুবিচার করতে পারব? এর পর কী হবে? সবটাই অজানা।'

তবে বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কেবল মুখস্থ করার জন্য লাইনগুলো যথেষ্ট নয়। বরং, বিশেষ কিছু বিষয় মাথায় রাখতে হবে। যেটা প্রয়োজন। অমিতাভের কথায়, 'বাড়িতে ফিরে বুঝতে পারা যায় কতগুলো ভুল হয়েছে এবং কী ভাবে সেগুলো ঠিক করতে হবে। পরিচালকের কাছে মধ্যরাতে ফোন করে আরও একবার সংশোধনের সুযোগও চেয়েছি বহুবার।' তবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে জীবনের বহু মুহূর্তের পরিবর্তন হয়। বদলে যায় অনেক সমীকরণ। অভিনেতারা দর্শকদের মুখোমুখি না হলে, তেমন পারফর্ম্যান্স না দিতে পারলে সবই চলে যায়। এটা সকলের জীবনের ঘটনা বলেই মনে করেন অমিতাভ। তাই তাঁর কথায়, 'যাই হোক না কেন, জীবনের চক্র কখনও থেমে থাকে না।'

স্বর্ণ পাচারের অভিযোগে ভারতীয় অভিনেত্রী গ্রেপ্তার

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

দুবাই থেকে স্বর্ণ পাচারের অভিযোগে ভারতের কন্নড় অভিনেত্রী রান্যা রাওকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বুধবার এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানায় টামস অব ইন্ডিয়া।

প্রতিবেদনে বলা হয়, সোমবার রাতে দুবাই থেকে বেঙ্গালুরু আসেন ওই অভিনেত্রী। আগে থেকে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে ডিরেক্টরেট অব রেভিনিউ ইন্টেলিজেন্স-এর (ডিআরআই) আধিকারিকরা তাকে আটক করেন।

জানা যায়, তার সঙ্গে ১৪.৮ কেজি স্বর্ণ ছিল। সেখান থেকে তাকে ডিআরআই অফিসে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে রান্যা রাওকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়। গত ১৫ দিনে চার বার দুবাই যাতায়াত করেছেন ওই কন্নড় অভিনেত্রী। বার বার বিদেশযাত্রার কারণেই ডিআরআই-এর সন্দেহে ছিলেন তিনি।

প্রসঙ্গত, কন্নড় সিনেমায় রান্যা রাও পরিচিত মুখ। কিচ্চা সুদীপের বিপরীতে লিড রোলেও দেখা গেছে তাকে। এছাড়াও একাধিক দক্ষিণ ভারতীয় সিনেমায় বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন।

চমকে দিলেন সালমান-রাশমিকা, কেমন হলো 'সিকান্দার' সিনেমার প্রথম গান

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

আগামী ঈদে মুক্তির জন্য প্রস্তুত সালমান খানের নতুন সিনেমা 'সিকান্দার'। ইতোমধ্যে সিনেমাটির টিজার প্রকাশিত হয়েছে। প্রকাশের পরপরই দর্শকদের মধ্যে তুমুল সাড়া ফেলেছে। এরই মধ্যে আজ সন্ধ্যায় এলো 'সিকান্দার' সিনেমার প্রথম গান 'জাহরা জাবিন'।

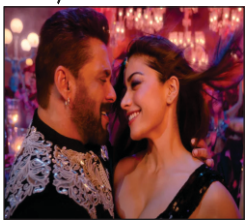

ফারাহ খানের নৃত্যপরিচালনায় গানটিতে সালমান খান ও রাশমিকা মান্দানার জুটি নজর কেড়েছে দর্শকের। নাকাশ আজিজ এবং দেব নেগির কণ্ঠে 'জাহরা জাবিন' গানটির কথা লিখেছেন সমীর এবং দানিশ সাবরি। মাঝে রয়েছে র‍্যাপে ছোঁয়া। প্রিতমের মিউজিকে গানটি নেট দুনিয়ায় মুক্তি পেতেই ভাইজানের অনুরাগীদের মধ্যে উত্তেজনা তৈরি হয়েছে।

ভারতীয় গণমাধ্যম সূত্রে জানা গেছে, সিকান্দার অসহায় মানুষের পক্ষে লড়াই করেন। তবে সেই লড়াই করতে গিয়ে বেছে নেয় প্রতিশোধের পথ। তাই তার সংলাপ, 'বিচার চাইতে আসিনি, এসেছি হিসাব মেটাতে।'

সিকান্দার-এ সালমান ও রাশমিকা মান্দানা ছাড়াও অভিনয় করেছেন, কাজল আগরওয়াল, সত্যরাজ, সুনীল শেঠি, শরমন যোশী, প্রতীক বাব্বর।

সালমানকে সবশেষ দেখা গিয়েছিল ২০২৩ সালে 'টাইগার ৩' সিনেমায়। তারপর বেশ কিছু সিনেমায় অতিথি চরিত্রে দেখা গেছে। তাই 'সিকান্দার' নিয়ে সালমান খানের ভক্তদের প্রত্যাশা তুঙ্গে।

ইনস্টাগ্রাম বার্তায় সব শঙ্কা উড়িয়ে দিলেন নেইমার

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

গত কয়েক বছর ধরে নেইমারকে অনেক বেশি ভুগিয়েছে চোট। এই কারণে বর্তমানে সামান্য সমস্যাতেও বড় দুর্ভাবনা জাগে। সান্তোসের সবশেষ ম্যাচেই যেমন শেষ দিকে তিনি উঠে যাওয়ায় নতুন করে চোট শঙ্কা জাগে। তবে এবার তেমন কিছুই হয়নি বলে ভক্ত-সমর্থকদের নিশ্চিত করেছেন ব্রাজিলিয়ান তারকা।

পাউলিস্তা চ্যাম্পিয়নশিপে গত রবিবার ব্রাগানচিনোর বিপক্ষে ম্যাচের নবম মিনিটে ডি-বক্সের বাঁ দিক থেকে বাঁকানো ফ্রি কিকে দলকে এগিয়ে নেন নেইমার। ম্যাচটি ২-০ ব্যবধানে জিতে সেমি-ফাইনালে ওঠে সান্তোস। পরে নেইমার উরুতে সমস্যা অনুভব করায় ৭৬তম মিনিটে তাকে তুলে নেন কোচ। বেঞ্চে তাকে প্রাথমিক চিকিৎসাও নিতে দেখা যায়। এতেই ভক্তকুলে শঙ্কা জাগে আবার কি চোট আঘাত হানল নেইমারের শরীরে।

সান্তোসের কোচ পেদ্রো কাইশিনিয়ার কথায়ও সেই শঙ্কা আরেকটু বাড়ে। ম্যাচের পর সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন, বুধবার (৫ মার্চ) দল অনুশীলনে ফিরলে তখন নেইমারের অবস্থা পর্যালোচনা করা হবে। তবে ৩৩ বছর বয়সী তারকা ফরোয়ার্ড পরে ইনস্টাগ্রাম বার্তায় সব শঙ্কা উড়িয়ে দেন।

নেইমার জানান, "আমি ভালো আছি। (ম্যাচের সময়) আমি কিছুটা অস্বস্তি বোধ করছিলাম, তাই তখন উঠে যাওয়ায় ভালো মনে হয়েছিল। অনেক দিন পর আমি এতটা তীব্রতা নিয়ে কোনো ম্যাচ খেলেছি... নিজের পূর্ণ ফিটনেসে ফিরতে পেরে আমি খুব খুশি। বার্তা দিয়ে পাশে থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ।"

বার্সেলোনায় অসাধারণ সব সাফল্যে ভরা সময় কাটিয়ে ২০১৭ সালে পিএসজিতে যোগ দেন নেইমার। বলা যায়, এরপর থেকেই মূলত চোটে তার চরম ভোগান্তির শুরু। বারবার চোটের আঘাত ও ফর্মহীনতায় প্যারিসে নিজেকে সেরারূপে কখনোই মেলে ধরতে পারেননি তিনি।

২০২৩ সালে নেইমার পাড়ি জমান সৌদি আরবে, গায়ে তোলেন আল হিলালের জার্সি। কিন্তু এখানে চোট সমস্যা আরও বড় ছোবল হানে; ক্লাবটিতে ১৮ মাসের ক্যারিয়ারে মাত্র সাতটি ম্যাচ খেলতে পারেন তিনি। হতাশাময় ওই অধ্যায় শেষে সম্প্রতি শৈশবের ক্লাব সান্তোসে ফিরে আসেন নেইমার এবং কয়েক ম্যাচেই সেই পূরনো রূপে ফেরার আভাস দিচ্ছেন তিনি। সান্তোসের হয়ে সবশেষ চার ম্যাচে তিনটি গোল করেছেন নেইমার। ফ্রি কিকের এই গোলের আগের সপ্তাহেই কর্নার থেকে সরাসরি জালে বল পাঠিয়েছিলেন তিনি।

ইয়ামালের সমালোচনা করলেন তত্তি

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

বার্সেলোনার হয়ে গত মৌসুমে দারুণ খেলেছেন লামিন ইয়ামাল। চলতি মৌসুমে তো রীতিমতো উড়ছেন। মাঝে জাতীয় দলের হয়ে জাদুকরি পারফরম্যান্সে স্পেনকে ইউরো জেতাতে রেখেছেন কার্যকরী ভূমিকা। পুরো ফুটবল বিশ্বই যেন বুঁদ হয়ে আছে এই তরুণে। সেখানে ইয়ামালের সমালোচনা করলেন ইতালিয়ান কিংবদন্তী ফ্রান্সেসকো তত্তি। মূলত ইয়ামালের গোল করার দুর্বলতা নিয়ে কথা বলেন তত্তি। পাশাপাশি প্রশংসাও করেছেন। সাবেক রোমা ফরোয়ার্ডের মতে, ইয়ামালের গোল করার সামর্থ্য যথেষ্ট ভালো নয়, কারণ তিনি অক্টোবরের পর থেকে লা লিগায় একটিও গোল করতে পারেননি।

স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যম মার্কার ভিভা লা ফুটবল পডকাস্টে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তত্তি বলেন, 'তবুও সে খুব কম গোল করে। সে খুবই শক্তিশালী খেলোয়াড়, ইউরোতে যেন উড়ছিল... সে মনে হচ্ছিল সত্যিই উড়ছে, কিন্তু এরপর একটু পড়ে গেছে। সে দারুণ খেলোয়াড়, কিন্তু এখনো খুব কম গোল করছে।'

লা মাসিয়ার একাডেমি থেকে উঠে আসা ইয়ামাল ২০২৩-২৪ মৌসুমে জাভির অধীনে দুর্দান্ত পারফরম্যান্স দেখান, যেখানে তিনি সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ৫০ ম্যাচে ৭টি গোল করেছিলেন। এরপর ইউরো ২০২৪-এ দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের জন্য তিনি সেরা তরুণ খেলোয়াড়ের পুরস্কারও জিতেছিলেন।

২০২৪-২৫ মৌসুমে হান্সি ফ্লিকের অধীনে তিনি দুর্দান্ত শুরু করেন, প্রথম ১১টি লা লিগা ম্যাচে ৫টি গোল করেন। তবে এরপর থেকে তার গোলখরা শুরু হয়। শেষবার তিনি লিগে গোল করেছিলেন ২৭ অক্টোবর, সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে রিয়াল মাদ্রিদকে ৪-০ ব্যবধানে বিধ্বস্ত করার ম্যাচে। এরপর থেকে টানা ১২টি লিগ ম্যাচে গোলহীন রয়েছেন।

পুরো পরিসংখ্যানও খুব উন্নত নয় ইয়ামালের। কাতালান ক্লাবটির হয়ে মোট ৮৬টি ম্যাচে মাঠে নেমে করেছেন ১৮টি গোল। পাশাপাশি অ্যাসিস্ট করিয়েছেন ২৩টি। আর জাতীয় দলের হয়ে ১৭ ম্যাচে ৩গোল করেছেন। আর করিয়েছেন ৮টি।

টি-২০ থেকে রিজওয়ান-বাবর বাদ, ওয়ানডেতে নেই শাহিন

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি শেষে নিউজিল্যান্ড সফরে যাবে পাকিস্তান। পাঁচ ম্যাচের টি-২০ ও তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ খেলবে দুই দল। ওই সফরের টি-২০ সিরিজ থেকে অধিনায়ক মোহাম্মদ রিজওয়ান ও সাবেক অধিনায়ক বাবর আজমকে বাদ দেওয়া হয়েছে। সালমান আঘাকে টি-২০'র নেতৃত্বভার দেওয়া হয়েছে।

টি-২০ থেকে বাদ পড়লেও রিজওয়ান ও বাবর ওয়ানডে সিরিজের দলে আছেন। এর মধ্যে রিজওয়ানকে অধিনায়কের দায়িত্বে রাখা হয়েছে। তবে ওয়ানডে সিরিজে নেই বাঁ-হাতি পেসার শাহিন শাহ আফ্রিদি।

পাকিস্তান আগামী ১৬ মার্চ নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে পাঁচ ম্যাচের টি-২০ সিরিজ শুরু করবে। এরপর তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ শুরু হবে। পাকিস্তানের টি-২০ দলে ডাক পেয়েছেন হাসান নওয়াজ, ওমাইর ইউসুফ, ইরফান নিয়াজি, সুফিয়ান মুকিম ও বিপিএল খেলে যাওয়া জাহানদাদ খান। ওয়ানডে সিরিজে রাখা হয়েছে বিপিএল মাতিয়ে যাওয়া বাঁ-হাতি পেসার আকিফ জাভেদকে। মোহাম্মদ আলী ও ইরফান নিয়াজি আছেন ওয়ানডে দলে। পেসার হারিস রউফকে বাদ দেওয়া হয়েছে। ইনজুরিতে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি মিস করা টপ অর্ডার ব্যাটার সাঈম আইয়ুব ফেরেননি এই সিরিজেও।

পাকিস্তানের টি-২০ দল: হাসান নওয়াজ, ওমাইর ইউসুফ, মোহাম্মদ হারিস, আব্দুল সামাদ, সালমান আঘা, ইরফান নিয়াজি, খুশদীল শাহ, শাদাব খান, আব্বাস আফ্রিদি, জাহানদাদ খান, মোহাম্মদ আলী, শাহিন আফ্রিদি, হারিস রউফ, সুফিয়ান মুকিম, আবরার আহমেদ ও উসমান খান।

পাকিস্তানের ওয়ানডে দল: মোহাম্মদ রিজওয়ান (অধিনায়ক), সালমান আঘা, আব্দুল্লাহ শফিক, আবরার আহমেদ, আকিফ জাভেদ, বাবর আজম, ফাহিম আশরাফ, ইমাম উল, খুলদীল শাহ, মোহাম্মদ আলী, ওয়াসিম জুনিয়র, ইরফান নিয়াজি, নাসিম শাহ, সুফিয়ান মুকিম, তাইয়েব তাহির।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O . : Uttar Moukhali,P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329 and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR